কে লক্ষ্যে পৌছাতে শ্রম দিয়েছে?

সমগ্র মন্ডলী শ্রম দিয়েছেন, নারী এবং পুরুষ উভয়ই! কোন একদিন, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ (আদি. ১:২৮) এবং মন্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের চূড়ান্ত পরিকল্পনা পূর্ণ হবে (মথি. ২৮:১৯-২০)। সেই সময়, আমরা ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে একত্রিত হব এবং লক্ষ্য পূরনের আনন্দে খ্রীষ্টের এক দেহরূপে একত্রে আনন্দ করব।

মূল শব্দ

πάντα τά εθνη

panta ta ethne = সমস্ত জাতি, গোষ্ঠী, লোক

"ইহার পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক, তাহা গণনা করিতে সমর্থ কেহ ছিল না; তাগারা সিংহাসনের সম্মুখে এবং মেষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা শুক্লবস্ত্র পরিহিত, ও তাহাদের হস্তে খর্জুর-পত্র; এবং তাহারা উচ্চরবে চিৎকার করিয়া কহিতেছে, পরিত্রাণ আমাদের ঈশ্বরের, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এবং মেষশাবকের দান।"(প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১০)

এই "বৃহৎ জনসমষ্টি" সমস্ত জাতির এবং সমস্ত বংশের লোকের, নারী এবং পুরুষ উভয়ই, সকলে তাদের স্বর উত্তোলন করবে এবং প্রশংসা করবে "আমাদের ঈশ্বর।" প্রত্যেক জাতি যীশুকে তাদের প্রভু বলে স্বীকার করবে। তার পরিত্রাণ সকল জাতির মধ্যে বিস্তৃত হয়!

এখানে একটি সমাপ্তি সীমা রয়েছে

চিরকালের পরিবারে, মন্ডলী তার কার্য সম্পন্ন করেছেন এবং সকল জাতির কাছে পৌছেছে। এখন লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছি, সীমানা অতিক্রম করেছি, যাত্রা শেষ হয়েছে। কেউই একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তি ব্যতীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে না। ঈশ্বর চাননি যেন আমরা লক্ষ্যহীনভাবে একটি বৃত্তের মধ্যে পাক খেতে থাকি। তিনি আমাদেরকে একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন, একটি নির্দিষ্ট পথ, এবং সুস্পষ্ট লক্ষ্য দিয়েছেন।

"এবং ঈশ্বরের রাজ্যের এই সুসমাচার সমগ্র বিশ্বে এবং সমস্ত জাতির কাছে একটি প্রমাণ স্বরূপ প্রচারিত হবে, এবং তারপরে সমাপ্ত হবে।" মথি ২৪:১৪"

সকলে সহভাগীতা করুন

প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১০ পদে "আর শুধুমাত্র পুরষেরাই স্বর্গে অবস্থান করে..." বা "শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই তুলে ধরা হয়েছে" বা "শুধু পুরুষেরাই শ্রম দিয়েছেন" বা" শুধু পুরষেরাই লক্ষ্যে পেছোতে সক্ষম হয়েছে" তর্ক না করে, চিন্তা করুন, বাইবেল-প্রেমী ধর্মতত্ত্ববিদ! এই সুসংবাদ প্রচার করতে প্রত্যেকের তাদের নিজ নিজ অংশ পালন করা প্রয়োজন।

চলুন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যাক। নারী ও পুরষ এক প্রতিচ্ছবি হিসেবে সৃষ্টি এবং পরিচয় ভাগাভাগি করে উপভোগ করেছিলেন। তারা একইভাবে আশীর্বাদ এবং কর্তব্যও ভাগাভাগি করে নিয়ে ছিলেন (আদি. ১:২৮)। পরবর্তীতে তারা পাপে পতন এবং তার ফল'ও ভাগ করে নিলেন। আবার নারী ও পুরুষ উভয়ই যীশুর রক্তের দ্বারা তাদের সকল পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন (যীশুর গৌরব হোক!)। অধিকন্তু, ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক দানগুলো নারী ও পুরুষ উভয়কেই দত্ত হয়েছে। পঞ্চশত্তমীর দিনে ঈশ্বরের অন্তর্যামী আত্মা নারী ও পুরুষ' এর উপর নেমে এসেছিলেন এবং এখনো উপস্থিত আছেন। পরিশেষে বলা যায়, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে নারী ও পুরুষ উভয়েই তাদের কাজের নিজ নিজ অংশ পূর্ণ করায়, তারা উভয়েই ঈশ্বরের রাজ্যের অংশীদারিত্ব ভোগ করতে পারবে।

বাস্তবিক অর্থে, কোন নারীই একজন ধর্মপ্রচারকের দ্বারা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না, তিনি যতই অংশ ভাগ করার চেষ্টা করুক না কেন। একইভাবে কোন পুরুষও কোন নারী-সুসমাচার প্রচারকারিণী'র দ্বারা লক্ষ্যে যেতে পারে না। বিশ্ববাসির কাছে পৌছাতে ঈশ্বর যে পরিবারের সৃষ্টি করেছেন তার সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করুন! "সম্পূর্ণ পরিবার, সম্প্রদায়, সারা বিশ্ব"! বিবাহিত, বিধাব, কিংবা কুমার, নারী অথবা পুরুষ, ছোট বা বড়– মনোনীত সকলেই এক পরিবার!

সকল জাতির কাছে পৌছাতে সমস্ত মন্ডলীর প্রয়োজন।

উপসংহার

অনন্তকালের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর পরে "পিছনে" ফিরে দেখলে, দেখা যায় সফলতা পেতে সমগ্র মন্ডলীর যথা সম্ভব অধিক ধার্মিক কর্মী প্রয়োজন। ("চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে" গভীর গবেষণা; মথি ২৮:১৮-২০, মার্ক ১৬:১৫, লূক ২৪:৪৭, যোহন ২০:২১, প্রেরিত ১:৮)।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **ঈশ্বর** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?